



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধা জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০৩
প্রস্তাবনা	০৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	০৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	০৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	০৭,০৮,০৯,১০,১১,
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১৩
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৪
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৫,১৬,১৭
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৯
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	২০
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	২১,২২

Ra

R

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

গাইবান্ধা জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সরকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ অনুযায়ী গাইবান্ধা জেলার পল্লী ও শহর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, গাইবান্ধা জেলা জনগনকে সেবা প্রদান করে চলেছে। গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন কল্পে বর্তমানে এ বিভাগ কাজ করে চলেছে। তাছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বন্যা ও বিভিন্ন দুর্যোগ মুহুর্তে প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দুর্গতদের দুর্দশা লাঘবে এই বিভাগ কাজ করে। এছাড়াও প্রতি বছর মার্চ মাসে বিশ্ব পানি দিবস এবং অক্টোবর মাসে স্যানিটেশন মাস উদযাপনের মাধ্যমে জেলাবাসীকে উন্নত স্যানিটেশন ও সু-স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বিগত ৩ (তিন) বছরে গাইবান্ধা জেলার পল্লী অঞ্চলে ৭৯২০ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস স্থাপন এবং ২৩ টি কমিউনিটি টয়লেট, ৮টি পাবলিক টয়লেট, ১৩৪৪ টি টু-ইন পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে পৌর এলাকায় ১০টি উৎপাদক নলকূপ ও ৫৩.৯৩ কি: মি: পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে, ৩ কি.মি পৌর ডেইগ নির্মাণ এবং ১ টি ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

গাইবান্ধা জেলার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল জেলাটির ভূ-গর্ভস্থ মাটির বিভিন্নতা যেমন: মাটির শক্ত লেয়ার, পাথরে স্তর ইত্যাদি। যার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এছাড়া গাইবান্ধা জেলার মাত্রারিক্ত আয়রন ও আর্সেনিকের কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা তো আছেই। এ জেলায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। পর্যাপ্ত জরুরী তহবিল এর অভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণে ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ক্রমেই ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যাওয়ায় সুপেয় পানির স্তর না পাওয়ায় মাত্রারিক্ত আয়রন ও আর্সেনিকের কারণে পানির উৎস স্থাপন করা এই অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ। গাইবান্ধা জেলার অনেক এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন বিদ্যমান। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে যেমন ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন এবং জাতিসংঘ ঘোষিত “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট” এর লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমতা ও পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগে নির্মূল করা এবং নারী ও বুকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান জনগোষ্ঠির স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় উপর বিশেষ গুরুত্বরূপ করা।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

পানি সরবরাহ:

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন – ২১০৬ টি
- ওভার হেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ- ০৮টি
- পাইপ লাইন স্থাপন- ১০ কিঃমিঃ
- কমিউনিটি বেইজড স্মল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম- ২২৮ টি
- প্রবাহমান পানি সরবরাহ সহ হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ- ৫৪ টি
- পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা-৫৩০০ টি

স্যানিটেশন :

- পল্লী এলাকায় ইমপুভড টয়লেট নির্মাণ-৩০০০ টি
- পল্লী এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ- ২৪ টি
- কমিউনিটি ক্লিনিকে নতুন স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধাদি নির্মাণ-৪২ টি
- পানির উৎস স্থাপনসহ কমিউনিটি ক্লিনিকের টয়লেটের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ-৬০ টি

Dm

R

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাইবান্ধা জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের মে মাসের ১০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

